রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.৩০৪—মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৮২ (বিশেষ) ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৯ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

০২। বর্ণাঢ্য চাকরিজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় এবং মাঠপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বব্যাংক, ইউএনএফপিএ, এডিবি, সিআইডিএ, ডিজিআইএস, ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তিনি উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। বিশেষ করে সেতু বিভাগের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং দুটি মেগা প্রকল্প: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে তিনি অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

০৩। খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গত ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান ছাড়াও সরকারের নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রেও তিনি একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরার্থপরতা ও সেবা প্রদানমূলক মনোভাবের জন্য খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সর্বজনবিদিত হয়ে ওঠেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে সর্বোচ্চ সময় নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করেন।

মূল্য : টাকা ৪.০০

০৪। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৫। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত ধন্যবাদ প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিসভার ধন্যবাদ প্রস্তাব

ঢাকা: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১২ ডিসেম্বর ২০২২

মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থিতির শেষ দিনে সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মে তাঁর মূল্যবান অবদানের কথা মন্ত্রিসভা স্মরণ করছে।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৮২ (বিশেষ) ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৯ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

বর্ণাঢ্য চাকরিজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় এবং মাঠপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১১ সালে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে সেতু বিভাগে যোগদান করেন এবং ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে একই বিভাগে সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০১৭ সালে সরকারের সিনিয়র সচিব হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বিশ্বব্যাংক, ইউএনএফপিএ, এডিবি, সিআইডিএ, ডিজিআইএস, ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তিনি উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। বিশেষ করে সেতু বিভাগের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং দুটি মেগা প্রকল্প: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে তিনি অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গত ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পাদনে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান ছাড়াও সরকারের নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রেও তিনি একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় নবধারারূপে প্রবর্তিত একটি লক্ষ্যাভিমুখী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালন প্রক্রিয়ায় তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবদের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করেছেন যা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা সঞ্চার করেছে।

সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরার্থপরতা ও সেবা প্রদানমূলক মনোভাবের জন্য খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সর্বজনবিদিত হয়ে ওঠেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে সর্বোচ্চ সময় নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করেন।

দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মন্ত্রিসভা খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd